Semester 2 general Raya Bhattacharya

চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদ

রাষ্ট্রীয় পরিষদ হলো গণসাধারণতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা। রাষ্ট্রীয় পরিষদ হলো চীনের কেন্দ্রীয় গণ-সরকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক সংস্থা। রাষ্ট্রীয় পরিষদ হল চীনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

গঠন :- সংবিধানের ৮৬ নম্বর ধারা অনুসারে একজন প্রধানমন্ত্রী, কয়েকজন উপপ্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ, একজন অডিটর জেনারেল এবং একজন সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। বর্তমানে একজন প্রধানমন্ত্রী, তিনজন উপ-প্রধানমন্ত্রী, পাঁচজন রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলর, একজন হিসাব পরীক্ষক এবং ২৫ জন বিভিন্ন দপ্তর ও কমিশনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে নিয়ে মোট ৩৫ জন সদস্য রয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিষদে।

১৯৮২ সালের সংবিধান অনুসারে, গণসাধারণতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতির মনোনয়নের ভিত্তিতে জাতীয় গণকংগ্রেস রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য সদস্যগণকে নিয়োগ করে। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন সদস্যই একটানা ১০ বছরের বেশি নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রীয় পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। জাতীয় গণকংগ্রেস প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রীয় পরিষদের যে কোনো সদস্যকে কার্যকাল পরিসমাপ্তির পূর্বেই পদচ্যুত করতে পারে। রাষ্ট্রীয় পরিষদকে তার কাজের জন্য জাতীয় গণকংগ্রেসের নিকট এবং জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন না থাকাকালীন স্থায়ী কমিটির নিকট দায়ী থাকতে এবং রিপোর্ট প্রদান করতে হয়।

দৈনন্দিন কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রীগণ, কয়েকজন রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলার এবং সাধারন সম্পাদককে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট গঠিত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্যাবিনেটই কার্যত প্রধান কার্যতালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই ক্যাবিনেটে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা থাকেন বলে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা বিরোধিতা করতে পারেন না।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের নাম সুপারিশ করেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী :- সংবিধানের ৮৯ নম্বর ধারায় রাষ্ট্রীয় পরিষদের যেসব ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলি হল নিম্নরূপ -

(১) শাসনতন্ত্র ও আইন অনুসারে শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নিয়মকানুন প্রণয়ন করা এবং সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ জারি করা ;

(২) বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় গণকংগ্রেস অথবা তার স্থায়ী কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করা ;

(৩) বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তর, কমিশন এবং এর অধীনস্থ অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব প্রদান করা ;

(৪) জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ সাধনের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা, রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন করা এবং তা কার্যকর করা ;

(৫) অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং শহর ও গ্রামের গঠনকার্য পরিচালনা করা ;

(৬) রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা করা ;

(৭) শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শরীরচর্চা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান এবং সেগুলোকে পরিচালনা করা।

(৮) অসামরিক বিষয়সমূহ, জননিরাপত্তা, বিচার বিভাগীয় প্রশাসন তত্ত্বাবধান করা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে নির্দেশ দান ও পরিচালনা করা।

(৯) প্রদেশ, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসভাগুলিতে সামরিক আইন কার্যকর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

(১০) জাতীয় গণকংগ্রেস অথবা তার স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদন করা।

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পরিষদকে শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় ব্যুরো, আবহ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যুরো, রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ব্যুরো প্রভৃতি সংস্থাগুলোর কাজকর্ম তদারকি করতে হয়। এইসব সংস্থা তাদের সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকে।

মূল্যায়ন :- উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে চীনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় পরিষদ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু পশ্চিমী গণতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, রাষ্ট্রীয় পরিষদের ক্ষমতা যতখানি তাত্ত্বিক ততখানি বাস্তব নয়। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় পরিষদ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। এই পরিষদ যা কিছু করে তা কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশেই করে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতারাই অধিষ্ঠিত থাকেন। সমালোচকদের মতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন নিজস্ব ভূমিকা নেই। কার্যত দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন সদস্য যদি কখনো পার্টি বিরোধী কাজে নিযুক্ত হন, তাহলে পার্টির নির্দেশে জাতীয় গণকংগ্রেস বা তার স্থায়ী কমিটি তাকে পদচ্যুত করে। রাষ্ট্রীয় পরিষদের বহু সদস্যকেই পার্টির বিরোধী কাজকর্মের জন্য অপসারিত করা হয়েছে।

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার ন্যায় রাষ্ট্রীয় পরিষদকে পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করতে হয় সত্য, কিন্তু তাতে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয় না। কারণ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হল দেশের প্রগতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অগ্রবর্তী বাহিনী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান শক্তিকেন্দ্র। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য চীনের বিপ্লবী জনগণের কর্তৃত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাছাড়া বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টি সহ দেশের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সংবিধানের অধীনে থেকে কাজ করতে হয়। বলাবাহুল্য, কমিউনিস্ট পার্টি সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়। চীনের সংবিধান রাষ্ট্রীয় পরিষদের হাতে যেসব

গুরুত্বপূর্ণ শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছে, সেগুলির যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসাবে নিজেকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সমালোচকদের মতে জাতীয় গণকংগ্রেস অথবা তার স্থায়ী কমিটির কাছে রাষ্ট্রীয় পরিষদের দায়িত্বশীল থাকার বিষয়টি একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিভিন্ন পদে আসীন কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতারা যেসব কার্য সম্পাদন করেন, জাতীয় গণ কংগ্রেস বা তার স্থায়ী কমিটির অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের পক্ষে তার কৈফিয়ৎ দাবি করা সম্ভব হয় না। তাঁরা ভালো করেই জানেন রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিরোধিতা করার অর্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধীর রাজনৈতিক অপমৃত্যু। এই অভিযোগটিও সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ রাষ্ট্রীয় পরিষদসহ চীনের প্রতিটি রাজনৈতিক সংস্থাকেই সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই কাজ করতে হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদ এমন কিছু করতে পারে না যা সংবিধানবিরোধী।

তৃতীয়ত, কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে নিয়ে ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট গঠনের বিষয়টিও সমালোচকরা ভালো চোখে দেখেন না। তাদের মতে, এই ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট গঠিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় পরিষদ কার্যত অকেজো হয়ে পড়েছে, কারণ এই ক্ষুদ্র কমিটিই রাষ্ট্রীয় পরিষদের পক্ষে যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে। এই অভিযোগটিও ভিত্তিহীন। প্রকৃত বিচারে চীনে ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার সুবিধার জন্য, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মত প্রধানমন্ত্রীর স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য নয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে ক্যাবিনেটগুলো যেমন একজনমাত্র ব্যক্তির আজ্ঞাবাহীতে পরিণত হয়েছে, গণসাধারণতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদকে সেইভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করলেও বুর্জোয়া দেশগুলোর শাসকপ্রধানের মতো তাকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রকৃতই যৌথ সংস্থা হিসেবে কাজ করে।